ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1165-1171
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.335

শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনের ধারায় গল্পকার বলরাম বসাক

রাজেশ কর্মকার, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 15.03.2026; Accepted: 18.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The short story is one of the newest forms of Bengali literature. Since its early stage of development, it has undergone various changes with the passage of time. These changes have sometimes occurred in terms of theme and subject matter and sometimes in terms of form and narrative technique. Among the factors that accelerated these transformations, literary movements played an important role. If we examine the history of Bengali literature, we can see that different literary movements emerged at different times and influenced the course of literature. In this context, one of the most significant literary movements is the Shastrabirodhi movement. It was mainly a short story–centered literary movement. In 1962, several writers such as Ramanath Ray, Shekhar Basu, Subrata Sengupta, Kalyan Sen, Ashis Ghosh and later Balaram Basak, Amal Chand and Sunil Jana initiated this movement around the magazine Ei Doshok.

The main objective of this movement was to break away from the conventional literary tradition and introduce a new approach to short story writing. Instead of giving importance to the traditional plot or storyline, the movement emphasized the writer's ideas, thoughts and inner experiences. One of the notable writers associated with this movement was Balaram Basak. However, he was not involved in the movement from the beginning; he joined later through the sixth issue of the magazine Ei Doshok, which served as the mouthpiece of the movement. In this magazine he wrote a total of eleven short stories. The present paper will mainly focus on those stories. It will also attempt to examine their literary value and significance in the context of the Shastrabirodhi movement and evaluate their relevance in contemporary literary discussion.

Keywords: Shastrabirodhi movement, Ei Doshok, Short Story, Structure, Literary Value

সাহিত্য আন্দোলন যেকোনো সাহিত্যের ইতিহাসে খুবই গুরত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। কারন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এই সাহিত্য আন্দোলনের ফলে সাহিত্যের গতিমুখ, প্রকৃতি, গঠন সমস্ত কিছু বদলে যায়। এমনকি প্রচলিত সাহিত্যধারা ভেঙ্গে একটা নতুন সাহিত্যধারার সৃষ্টি হয়। তাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনের সুরে তাল মিলিয়ে সংগঠিত হয়েছে এই সাহিত্য আন্দোলনগুলি। ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম এই সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে ক্রমে বাংলা সাহিত্যে এই আন্দোলনের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। সেইরকমই বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্যে সংগঠিত হওয়া একটি গুরত্বপূর্ণ সাহিত্য আন্দোলন হল 'শাস্ত্রবিরোধী' আন্দোলন। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন ছিল মূলত একটা গল্প আন্দোলন। ষাটের দশকে সেইসময় কিছু লেখকের

আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁরা গল্প রচনার ক্ষেত্রে একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে চেয়েছিল। বস্তুতপক্ষে তাঁরা গল্প রচনার জন্য প্রচলিত ধ্যান ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন ধারা অবলম্বন করেছিল। যা পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যে শাস্ত্রবিরোধী গল্প আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি পায়।

শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের সুর তৈরি হয় 'বিদিশা' নামক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। পরবর্তীকালে শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে 'এই দশক' পত্রিকা আবির্ভাব ঘটে। ১৯৬২ সালে রমানাথ রায়ের নেতৃত্বে কিছু তরুণ লেখকগণ এপ্রিল মাসে 'এই দশক' পত্রিকার প্রথম বুলেটিন প্রকাশ করেন। তবে এই বুলেটিন প্রকাশের সময় এই দলে কিছু কবিও ছিলেন। তাই এই বুলেটিনগুলোতে প্রকাশিত হয়েছিল গল্প, কবিতা এবং অনেক সমালোচনামূলক লেখা। এছাড়াও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? এই চিন্তা ভাবনা উল্লেখ্য ওই বুলেটিনে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত রমানাথ রায়ের নেতৃত্বে 'এই দশক' পত্রিকার ৯টি বুলেটিন সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার পরে, এই সংখ্যার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকা কবিরা আলাদাভাবে ১৯৬৫ সালে 'শ্রুতি' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় মূলত কবিতা ও কবিতা বিষয়ক অন্যান্য লেখালেখি প্রকাশিত হতো। অন্যদিকে ১৯৬৬ সালে কিছু গল্পকার মিলে 'এই দশক' পত্রিকা নতুন ভাবে প্রকাশ করেন।

১৯৬৬ সাল থেকে প্রথম কয়েক বছর 'এই দশক' পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু শেষের দিকে এই পত্রিকার প্রকাশ ক্রমশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত 'এই দশক' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৬ বছরে মোট ২৪টি সংখ্যা বের হয়েছিল। 'এই দশক' পত্রিকার প্রথম সংকলনে মোট পাঁচজন লেখকের পাঁচটি গল্প প্রকাশিত হয়। যেমন- ক) সুব্রত সেনগুপ্ত– 'চারিদিকে', খ) রমানাথ রায়- 'বলার আছে', গ) শেখর বসু– 'অন্ধকার থেকে', ঘ) কল্যাণ সেন- 'সমুদ্র', ঙ) আশিস ঘোষ– 'আহ্বানে'। এছাড়াও 'এই দশক' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় লেখা বের হয়েছিল 'শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্প' শিরোনামে। এই শিরোনামেই শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য উল্লেখ ছিল যে—

> "সময় হয়েছে যা কিছু পুরনো তাকে বর্জন করবার, সময় হয়েছে যা কিছু নতুন তার জন্য প্রস্তুত হবার। আলমারি থেকে সব বই নামিয়ে ফেলো। আমাদের জন্য এবার একে একে তাকগুলো খালি করে দাও। তথাকথিত মহৎ উপন্যাস এবং গল্পগুলোকে তাড়াতাড়ি ট্যাঙ্কে পুরে ফেলো। ওগুলো আর দরকার নেই। ওগুলো এখন আবেদনহীন এবং বিরক্তিকর।মনে রেখো আর্তোর সেই বিখ্যাত উক্তি: Masterpieces of the past are good for the past, not good for us."[১]

এই দশক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদে 'শাস্ত্রবিরোধী' ছোটগল্পের স্বরূপ প্রকাশক চারটি সংকল্প[২] বাক্যের উল্লেখ পাওয়া যায়—

১) গল্পে আমরা আমাদের কথাই বলব।
২) আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লান্ত।
৩) অতীতের মহৎ সৃষ্টি অতীতের কাছে মহৎ আমাদের কাছে নয়।
৪) গল্পে এখন যারা কাহিনি খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে।

প্রচ্ছদে সংকলিত চারটি বাক্যের প্রথম বাক্য দুটি 'এই দশকের' লেখকদের রচনা। তৃতীয় বাক্যটি পূর্ব উল্লিখিত সম্পাদকীয় নিবন্ধে ব্যবহৃত আর্তোর ইংরেজি উদ্ধৃতির বাংলা অনুবাদ। আর চতুর্থটি নেওয়া হয়েছে মার্ক টোয়েনের লেখা 'The adventures of Huckleberry Finn' গ্রন্থ থেকে। সেই গ্রন্থে বলা ছিল—

> "এই কাহিনীর ভেতর থেকে কেউ যদি কোনও উদ্দেশ্য টেনে বার করার চেষ্টা, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে; গল্প থেকে কেউ যদি নীতিগর্ভ কিছু খুঁজে বার করার চেষ্টা করে, তাকে নির্বাসনে পাঠানো হবে; আর রচনাটির মধ্যে কেউ যদি চক্রান্ত খোঁজার চেষ্টা করে তাকে গুলি করা হবে।"[৩]

অর্থাৎ শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনকারীদের মূল কথা হল গল্পের মধ্যে কাহিনি বা প্লট খুঁজলে হবে না, গল্প হবে লেখকের মনের বহিঃপ্রকাশ। যেখানে থাকবে না কোনো নিটোল কাহিনি, নিটোল ঘটনা, থাকবে শুধু লেখকের স্বাধীনতা ও অবাধ চিন্তার প্রকাশ।

শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের যেসমস্ত লেখকগন ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন বলরাম বসাক। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের মুখপত্র 'এই দশক' পত্রিকার যে ২৪ টি সংখ্যা বের হয়েছিল তার মধ্যে ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে বলরাম বসাক এই শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে ১৭ সংখ্যা পর্যন্ত বলরাম বসাক 'এই দশক' পত্রিকায় মোট ১১টি গল্প রচনা করেন। বলরাম বসাক ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসের ১০ তারিখে বাংলাদেশের ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগতভাবে শৈশব জীবন তাঁর মোটেই ভালো ছিল না। সেই সময়ে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল বিশৃঙ্খলাময়। আর এই বিশৃঙ্খলাতার শিকার হন তিনি। ১৯৪৬ সালে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল, সেই দাঙ্গার প্রভাবে বাংলাদেশের বহু মানুষ বাংলাদেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। এছাড়াও, ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হলে দেশভাগের পরিপ্রেক্ষিতে অনেককে তদানীন্তন এদেশে চলে আসতে হয়। এই 'দেশভাগ-দাঙ্গা-উদ্বাস্তু' সমস্যা তাদের পারিবারিক জীবনে প্রভাব ফেললেও, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল গান্ধীজির মৃত্যু। দেশভাগের মতো সময়ে সমাজের অবস্থা ছিল একেবারে শোচনীয়, ঠিক এই মুহূর্তে গান্ধীজির মৃত্যু যেন ওই অবস্থাকে আরও কঠিন থেকে কঠিনতর করে তোলে। লেখক বলরাম বসাক ঠিক এই সময়ে দাদুর সঙ্গে গিয়েছিলেন নারায়ণগঞ্জে। তবে নারায়ণগঞ্জ থেকে তাঁদের আর পুনরায় ঢাকা শহরে ফেরা হয়নি। তাঁরা যেদিন নারায়ণগঞ্জ আসেন তার পরেরদিনই গান্ধীজির মৃত্যু ঘটে। গান্ধীজির মৃত্যুর ফলে সমগ্র বাংলাদেশের রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায়। ফলত তাঁরা পুনরায় ঢাকাতে ফিরে না যেতে পেরে উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে এসে ভিড় জমায়। আর এর ফলেই পরবর্তীকালে তাঁরা এই কলকাতা শহরে বসবাস করতে শুরু করে।

বলরাম বসাকের শিক্ষা জীবন বাংলাদেশে শুরু হলেও কলকাতাতে এসে তার একটা ভিত্তি স্থাপিত হয়। কলকাতাতেই তিনি স্কুলে ভর্তি হন এবং এর পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. কম পাস করেন। শিক্ষাজীবনের পর বলরাম বসাকের কর্মজীবন শুরু হয় খুব স্বাভাবিকভাবে শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্য বিভাগে এমএ কম পড়তে পড়তেই দেশপ্রাণ স্কুলের অবৈতনিক শিক্ষকতা শুরু করেন ১৯৬৩ সাল থেকে। ১৯৬৬ সাল থেকে সব বেতনে শিক্ষকতা শুরু করেন। এর পরবর্তীকালে ১৯৭৭ এর মাঝামাঝি ঠাকুর পুকুরের বিবেকানন্দ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। ওখান থেকেই ২০০৩ এ মার্চ মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

বলরাম বসাকের সাহিত্যচর্চার আবির্ভাব মূলত স্কুলে পড়াশোনার সময় থেকে। তিনি মূলত স্কুল ম্যাগাজিনে ছড়া লিখতেন। পরে তিনি কলেজে ওঠার সময় কলেজ ম্যাগাজিনে প্রথম গল্প লেখেন। আর এই গল্প লেখার পর সকলের কাছে প্রশংসনীয় হয়ে উঠলে পরবর্তীকালে গল্প রচনায় মনোনিবেশ করেন। তবে প্রথম দিকে তিনি প্রচলিত ধারায় গল্প লিখেছেন। প্রথাগত গল্পচর্চার বাইরে তিনি নতুন ধরনের গল্প লেখা শুরু করেন বিমল করের 'ছোটগল্প নূতন রীতি' আন্দোলনকে দেখে। তাই এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> "একদিন শ্রীবিমল করের সম্পাদনায় 'ছোটগল্প নতুন রীতি' আর তার আন্দোলন দূর থেকে লক্ষ্য করলাম। একটু ভাবিতও হলাম। ভাবতে ভাবতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আসরে নেমে গেছি। নতুন ধরনের গল্প লিখতে শুরু করেছি। একদিন শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্যিক বন্ধুরা আমাকে ডাকল তাদের কাছে। কিন্তু আমি আমার ভাবনাচিন্তা নিয়েই তাদের সঙ্গে ছিলাম।"[৪]

অর্থাৎ এইভাবে বলরাম বসাক নতুন ধরনের গল্পলেখক ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনকার হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করেন।

আলোচনার প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বলরাম বসাক শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের মুখপত্র 'এই দশক' পত্রিকায় মোট এগারোটি গল্প লিখেছেন। তাঁর 'এই দশক' পত্রিকায় লেখা প্রথম গল্প হল 'নিষেধ'। নিষেধ গল্পটি এই দশক পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যায় বের হয়। গল্পটির মধ্যে কোনো সম্পূর্ণ নিটোল কাহিনি নেই। ক্ষুদ্র কাহিনির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, আবার গল্পটির মধ্যে কোন চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ সেই অর্থে লক্ষ করা যায় না। সম্পূর্ণ গল্পটি কথকের উত্তম পুরুষের বয়ানে লেখা। গল্পের নামকরণ নিষেধ থেকে বোঝা যায় যে কোনো বাধা বা নিষেধের কথা বলা হয়েছে। গল্পের কথক ছোটো থেকেই গাছ-পালা, পশু-পাখি এদের অনায়াসে দেখে এসেছে। তবে ছোটো থেকে অনেক কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে কথকের মা কথককে বাধা প্রদান করেছে। যেমন— মিথ্যা কথা না বলা, দুপুরে ছাদে ঘুড়ি ওড়ানো, আবার খারাপ বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা না করা। তবে কোনো কিছুর দিকে তাকানোর ক্ষেত্রে তার মা কোনদিন তাকে বারণ করেনি। তাই অবলীলাক্রমে সে সব কিছুর দিকে তাকিয়েছে। তবে একদিন সে একটা মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। কারণ সাবলীলভাবে তাকিয়ে থাকা তার জীবনের অভ্যাস। আর এই দৃষ্টি সমাজের চোখে অপরাধমূলক, তাই তার সামনেই নেমে আসে আক্রমণ—

> "একটা মস্ত বড় হাত, বেশ বড় রোমশ—। একটা যুবকের হাত আমার কলার চেপে ধরল। ওর গায়ে বেশ জোর। কারণ আমার জামাটা ছিঁড়েছ।"[৫]

গল্প কথকের উপর নেমে আসা আঘাত কোথাও যেন তার অবাধ দৃষ্টির উপর প্রশ্ন তোলে। তাকে ভাবতে বাধ্য করে যে তাকানোর ক্ষেত্রেও অনেক নিষেধ আছে। পরবর্তীকালে কথক আবার অনুভব করে কারো পশ্চাদে দৃষ্টি বিচরণ করলে কোন সমস্যা হচ্ছে না। কারণ পশ্চাতে কারো চোখ থাকে না। কিন্তু একটা সময়ের পর কোথাও যেন তার কাল্পনিক জগতে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। সে বুঝতে পারছে যে পশ্চাতেও তাকানো উচিত নয়, কারণ সেখানেও সে নিষেধের মাত্রা অনুভব করছে। অর্থাৎ এইভাবে কাল্পনিক জীবনের সঙ্গে বাস্তবিক জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে গল্পের অন্তিম মুহূর্ত পর্যবসিত হয়।

'নিষেধ' গল্পটি শুধুমাত্র কথক তথা আমির অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনার বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া—

> "বস্তুপৃথিবীর মূর্ত বাস্তব সমস্যা এই গল্পে লেখক এর অবলম্বন নয়, বস্তুপৃথিবী লেখকের মনে যে বাস্তবতার জন্ম দিয়েছে তারই আবেগময় প্রকাশ 'নিষেধ'।"[৬]

বলরাম বসাক এই গল্পে বেশ কিছু বাক্যকে এমন ভাবে ব্যবহার করেছে যার মধ্যে দিয়ে একটা প্রবাহমানতা সৃষ্টি হয়েছে। তিনি কোথাও যেন প্রচলিত ভাবনাগুলোকে এমনভাবে গল্পে ব্যবহার করেছেন তা নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে। তাই এই গল্প চিরাচরিত পাঠের অভ্যাসের বসে রস আস্বাদন করা যায় না, একটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ এর মধ্য দিয়ে গল্পের রসাস্বাদন লাভ করতে হয়।

বলরাম বসাকের শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন পর্যায়ের যে গল্পটি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সেটি হল 'কার্পেট'। 'কার্পেট' গল্পটি 'এই দশক' পত্রিকায় অষ্টম সংকলনে বের হয়। বলরাম বসাক গল্প রচনার ক্ষেত্রে তিনি শব্দ

ও আঙ্গিক কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তিনি শব্দ দিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্যতম ফসল হলো 'কার্পেট' গল্পটি। নিম্নে গল্পটির একটি অংশ তুলে ধরা হল —

"ফুল পাতা ফুল পাতা পাতাপাতা ফুলফুল পাতা
ফুল পাতা পাতা ফুলফুল পাতা ফুল ফুল
পাতা পাতা পাতা ফুল পাতা পাতা ফুল
ফুল ফুল ফুল পাতা ফুল বেড়া
লতাপাতাপাতা পাতাফুল পাতা ফুলপাতা পাতাপাতা বেড়া
পাতা পাতা পাতা পাতা পাতা পাতা লাল পাতা পাতা
পাতাপাতাপা ফুল হাত পাতা
ফুল ফুল লাল
গালঠোঁটনাক বেড়।"[৭]

অর্থাৎ বলরাম বসাক তিনি বেশ কিছু শব্দকে পরপর সাজিয়ে একটা গল্পের রূপ দিতে চেয়েছেন। তবে এই গল্পেও কোনো নিটোল কাহিনি বা চরিত্রের বিকাশ পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকা কিছু শব্দকে সংগ্রহ করে তিনি একটা গল্পের রূপ দিয়েছেন। তবে এই গল্পের গঠন নিয়ে অনেক সমালোচনামূলক প্রশ্ন ওঠে। অনেকে বলতে চাই এটা গল্প নয়, একটি কবিতা। তবে শাস্ত্রবিরোধী গল্পের লেখকরা আগেই বলেন যে তারা গল্প বা কবিতার মধ্যে কোন পার্থক্য খোঁজেন না। প্রয়োজনে কবিতাও গল্প হয়ে ওঠে গল্পও কবিতা হয়ে ওঠে।

তাছাড়া গল্পটিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যায় যে গল্পকার প্রকৃতির অনুষঙ্গ যেমন— ফুল, পাতা, ঘর, বাড়ি এই শব্দগুলি বারবার ব্যবহার করেছেন। তার পাশাপাশি বদ্ধ দেওয়াল ঘড়ি ইত্যাদি শব্দগুলি ও ব্যবহার করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন আমাদের ব্যস্ততাময় জীবন। বর্তমান সময়ে এই ব্যস্ততা আমাদের জীবনকে একঘেয়ে করে তোলে, সেইরকম ভাবেই ওই একই শব্দ বারবার ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের একঘেয়ে জীবনের দিককেই ইঙ্গিত করেছেন। এছাড়া লেখক প্রকৃতির অনুসঙ্গ ও প্রকৃতির রং ব্যাপকভাবে গল্পের মধ্যে দিয়ে ব্যবহার করেছেন। তবে তিনি গল্পে এই রং ব্যবহারের প্রসঙ্গে জানিয়েছেন— রং হলো একটা বক্তব্য। লেখায় নানান রকম বক্তব্য থাকে, লেখায় নানান রকম রং প্রকাশ পায়। রং একটি আঙ্গিকের বক্তব্য রেখেছে, শিল্প করার জন্যই ওই আঙ্গিক এবং ঐ রং। অর্থাৎ লেখক এই রঙের মাধ্যমে বিভিন্ন বক্তব্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর গল্পে রং একটি প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

বলরাম বসাকের দ্বাদশ সংকলনে প্রকাশিত একটি গল্প হল 'ডিম'। 'ডিম' গল্পটি ভিন্নভাবে ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিকোণের মধ্যে দিয়ে গল্পকার উপস্থাপন করেছেন। এই গল্পেও আমরা সেই অর্থে কোন নিটোল কাহিনি বা পরিণত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করি না। ডিমের হিসেব মেলানো নিয়ে গল্পে একটা সংখ্যাচক্রের সৃষ্টি হয়েছে। তবে লেখক হিসেবের সূত্র ধরে এই যে চক্র সৃষ্টি করছেন সেটা শুধুমাত্র নেহাত একটি সংখ্যাচক্র নয়।—

"২৫টা ডিম।— ১৩ থেকে ২৫ গেলে— ২৫ থেকে ১৩ গেলে— ১৩ আর ২৫। ২৫ থেকে ১৩ গেলে থাকে ১২৩৪...— ২৫ থেকে ১৩ গেলে থাকে ২৬ না ১২ না ১০ উহুঁ ১১ ১২ তা হলে।"[৮]

লেখক কোথায় যেন গল্পের মধ্যে সংখ্যাতত্ত্বের আলোকে আমাদের জীবনের কথাকে ব্যক্ত করেছেন। আমরা তো বর্তমান সময়ে একটা সংখ্যার মতো। আমাদের জীবনের চাওয়া–পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা এই সমস্ত হিসেবের নিরিখে কোথাও যেন আমরা একটা গণ্ডির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে একটা চক্রের মত আমরা প্রতিনিয়ত ঘুরছি, আমাদের বিশ্রাম নেই। যান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের জীবনকে আরও যেন এক ঘূর্ণনচক্রের

ভিতর নিয়ে যাচ্ছে। লেখক এই প্রতীকের, ব্যঞ্জনার মাধ্যমে আমাদের জীবনের কথাকেই 'ডিম' গল্পের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। আবার এই গল্পের আঙ্গিকের দিকটাও যদি দেখা যায়, সেখানে দেখা যায় এক ভিন্নরকম দৃষ্টিভঙ্গি। এই গল্পে লেখক একই শব্দ পরপর ব্যবহার করেছেন, আবার কয়েকটা সংখ্যাকে পরপর বসিয়ে একটা বাক্য নির্মাণ করেছেন। প্রত্যেক বাক্যের মাঝে কিছুটা জায়গা ফাঁকা রেখেছেন। অর্থাৎ কোথাও যেন লেখক পাঠককে নিজের চিন্তা ভাবনার জায়গা দিয়েছেন। আর এই সমস্ত দিকগুলি তাঁর গল্প ও গল্পের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে একটা নতুনত্ব দান করেছেন।

বলরাম বসাকের লেখা আরেকটি গল্প হল 'গগল্‌স'। 'গগল্‌স' গল্পটি 'এই দশক' পত্রিকার সপ্তম সংকলনে বের হয়। আলোচ্য গল্পটিতে লেখক আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম ইন্দ্রিয় চোখ সম্পর্কে উত্তম পুরুষের বয়ানে কিছু কথা বলেছেন। তবে সেখানে কথাগুলি নিটোল কাহিনির পরিবর্তে খুবই বিক্ষিপ্তভাবে উঠে এসেছে। তিনি গল্পের সূচনাতেই আয়নার সামনে নিজের চোখকে পর্যবেক্ষণ করছেন। আর এই পর্যবেক্ষণের সূত্রে তিনি কোথাও যেন বলতে চেয়েছেন চোখের ভিতরে চোখ এবং তার ভিতরে তারা ও তারার ভিতরে বিন্দু, বিন্দুর ভিতরে আবার চোখ, এইভাবে একটা চক্র সৃষ্টি করেছেন। যেমন—

> "টা কাছে নিয়ে এলাম। তাতে চোখ দুটো চোখের কাছে এল। চোখ দুটোর ভেতর একটা করে কটা রঙের মণি এবং মণির মাঝখানে একটা করে কালো বিন্দু। প্রত্যেক কালো বিন্দুতে মুখের একটা করে ছায়া। প্রত্যেক ছায়াই একজোড়া চোখ। প্রত্যেক চোখে কটা রঙের মণি। মণির মাঝখানে একটা করে কালো বিন্দু। প্রত্যেক বিন্দুতে আবার মুখের ছায়া। ছায়ায় আবার একজোড়া চোখ। চোখের মণি। মণিতে বিন্দু। বিন্দুতে।"[৯]

লেখক বলরাম বসাক চোখের এই চক্রের মাধ্যমে আগের গল্পের মতো একটা বৃত্ত বা গণ্ডিকে বোঝাতে চেয়েছেন। নাগরিক সমাজে মানুষের জীবন ঠিক কোথাও এই একই বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ। কারণ আমাদের জীবনের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আখাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ এই সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রতিনিয়ত জীবন ঘুরপাক খাচ্ছে। আর এই জীবনকে যদি আমরা দেখি তাহলে সব মানুষই প্রায় একই বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

লেখক এই গল্পে আরো একটি প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি গগল্‌স এর কথা বলেছেন অনেকবার। সাধারণত গগল্‌স হচ্ছে চোখকে নিরাপত্তা দানকারী বস্তু। আর এই গগল্‌স বিভিন্ন রকমের হতে পারে। তাই লেখক কোথায় যেন এই গগল্‌সকে চাইছে। তবে এই চাওয়ার মধ্যে তিনি একটা দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি মানুষের জীবনের এক ভীষণ সত্যকে গগল্‌স এর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। আমরা খালি চোখে যা দেখি চোখে চশমা লাগিয়ে সেই রকম দেখি না। অর্থাৎ আমাদের দেখার মধ্যে একটা পার্থক্য তৈরি হয়। বর্তমানে মানুষ কোথাও যেন খালি চোখে বাস্তবকে দেখতে অভ্যস্ত নয়। তারা গগল্‌স এর মাধ্যমে সমস্ত কিছুকে দেখতে চাই। তাই লেখক গল্পে এইসব মানুষকে ইঙ্গিত করেই এ গগল্‌স এর প্রয়োজনের প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন। তাছাড়া এই গল্পের সামগ্রিক আলোচনা প্রসঙ্গে ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> "স্যুররিয়ালিস্ট বা পরাবাস্তববাদীদের মতো বলরামের অবচেতন থেকে উঠে আসে এই গল্পের কাহিনি, হয়তো বা শৃঙ্খলাহীন উদ্ভট কল্পনা। আবার মনে হতে পারে এ গল্পের বর্ণনা কোন স্বপ্ন জগতের ঘুম আর জাগরণের মাঝে দাঁড়িয়ে লেখক বলে চলেছেন অনবরত এবং যা বলেছেন, যেমনভাবে বলেছেন শেষ পর্যন্ত তাই গল্প হয়ে উঠেছে।"[১০]

উপরিউক্ত গল্পগুলি ছাড়াও বলরাম বসাক 'এই দশক' পত্রিকায় 'কফি হাউস: Caution Speed Breaker Ahead', 'পদ্মফুল', 'চুনকালি', 'আমি' প্রভৃতি গল্পগুলি রচনা করেন। 'কফি হাউস: Caution Speed Breaker' গল্পে লেখক কথোপকথনের সূত্রে বিভিন্ন রকমের প্রসঙ্গের কথা বলেছেন। এককথায় বলতে গেলে বিচ্ছিন্নভাবে

বিভিন্ন রকমের উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। 'পদ্মফুল' গল্পে লেখক নারীজীবনের দুঃখময় কথাকে বর্ণনা করেছেন ও 'চুনকালি' গল্পে ছেলেকে একটা মায়ের ভাবনা এবং বন্ধুত্ব সম্পর্কের বিচিত্র রূপ ফুটে উঠেছে।

শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার হিসেবে বলরাম বসাকের গল্পগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তবে বলরাম বসাক শেষ পর্যন্ত 'এই দশক' পত্রিকায় লেখালেখি করেননি। তাই অনেকে বলেন, বলরাম বসাক শাস্ত্রবিরধী আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেছেন। কিন্তু বাস্তবে তা নয়, লেখক এই বিষয়ে নিজেই জানিয়েছেন—

> "বন্ধু লেখক অতীন্দ্রিয় পাঠক এবং আরও কেউ কেউ কোথাও লিখেছেন যে আমি শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছি। কথাটা ঠিক নয়। আমি কখনও শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াইনি। শুধুমাত্র 'এই দশক' গোষ্ঠীর সদস্যপদ ছেড়ে দিয়েছিলাম এবং 'এই দশক' গোষ্ঠীর শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলনের যেকোনো কর্মসূচি থেকে নিজেকে বিযুক্ত করেছিলাম মাত্র।"[১১]

বলরাম বসাক শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন থেকে সরে যায়নি তার প্রমাণ হিসেবে 'গল্পসভা' (১৯৭১) ও 'মুক্ত গল্পসভা' (১৯৭৭) সংগঠনের নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে বোঝা যায়। বলরাম বসাক শাস্ত্রবিরোধী গল্পকার হিসেবে গল্প লিখলেও এই গল্পগুলি সব শ্রেণির পাঠকের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। কারণ প্রথমত গল্পগুলি ছিল প্রথাবিরোধী, এছাড়া গল্পগুলিতে কোনো নিটোল কাহিনি ছিল না। তাই সেইসময় বেশিরভাগ পাঠক এই গল্পগুলি গ্রহণ করেনি। তবে তাঁদের লেখা এই গল্পগুলির প্রভাব কিছুটা হলেও বাংলা সাহিত্যে পড়েছিল। তাই তাঁদের আদর্শকে কেন্দ্র করে এখন অনেক লেখক প্লটহীন গল্প লেখার চেষ্টা করেন।

গ্রন্থপঞ্জি:

১। বসু, শেখর সম্পাদনা। শাস্ত্রবিরোধী গল্প। এবং মুশায়েরা, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০১০, কলকাতা, পৃ. ১২।
২। বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যব্রত সম্পাদনা। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। গাঙচিল, প্রথম সংস্করণ- ২০১৮ জানুয়ারি, কলকাতা, পৃ. ১৯।
৩। বসু, শেখর সম্পাদনা। শাস্ত্রবিরোধী গল্প। এবং মুশায়েরা, প্রথম সংস্করণ- জানুয়ারি ২০১০, কলকাতা, পৃ. ১২।
৪। সামন্ত, সুবল সম্পদনা। বংলা গল্প ও গল্পকার। ৩য় খন্ড, এবং মুশায়েরা, সংস্করণ- জানুয়ারি ২০২০, কলকাতা, পৃ. ৭৩।
৫। বসাক, বলরাম। কার্পেট। অব্যয়, প্রথম সংস্করণ- অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, কলকাতা, পৃ. ২৭।
৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যব্রত সম্পাদনা। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। গাঙচিল, প্রথম সংস্করণ- ২০১৮ জানুয়ারি, কলকাতা, পৃ. ৪২২।
৭। বসাক, বলরাম। কার্পেট। অব্যয়, প্রথম সংস্করণ- অগ্রহায়ণ ১৩৬৭, কলকাতা, পৃ. ৩৯।
৮। তদেব, পৃ. ৫৪।
৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যব্রত সম্পাদনা। শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন। গাঙচিল, প্রথম সংস্করণ- ২০১৮ জানুয়ারি, কলকাতা, পৃ. ২৮৫।
১০। তদেব, পৃ. ৪২৩।
১১। সামন্ত, সুবল সম্পদনা। বংলা গল্প ও গল্পকার। ৩য় খন্ড, এবং মুশায়েরা, সংস্করণ- জানুয়ারি ২০২০, কলকাতা, পৃ. ৭৪।